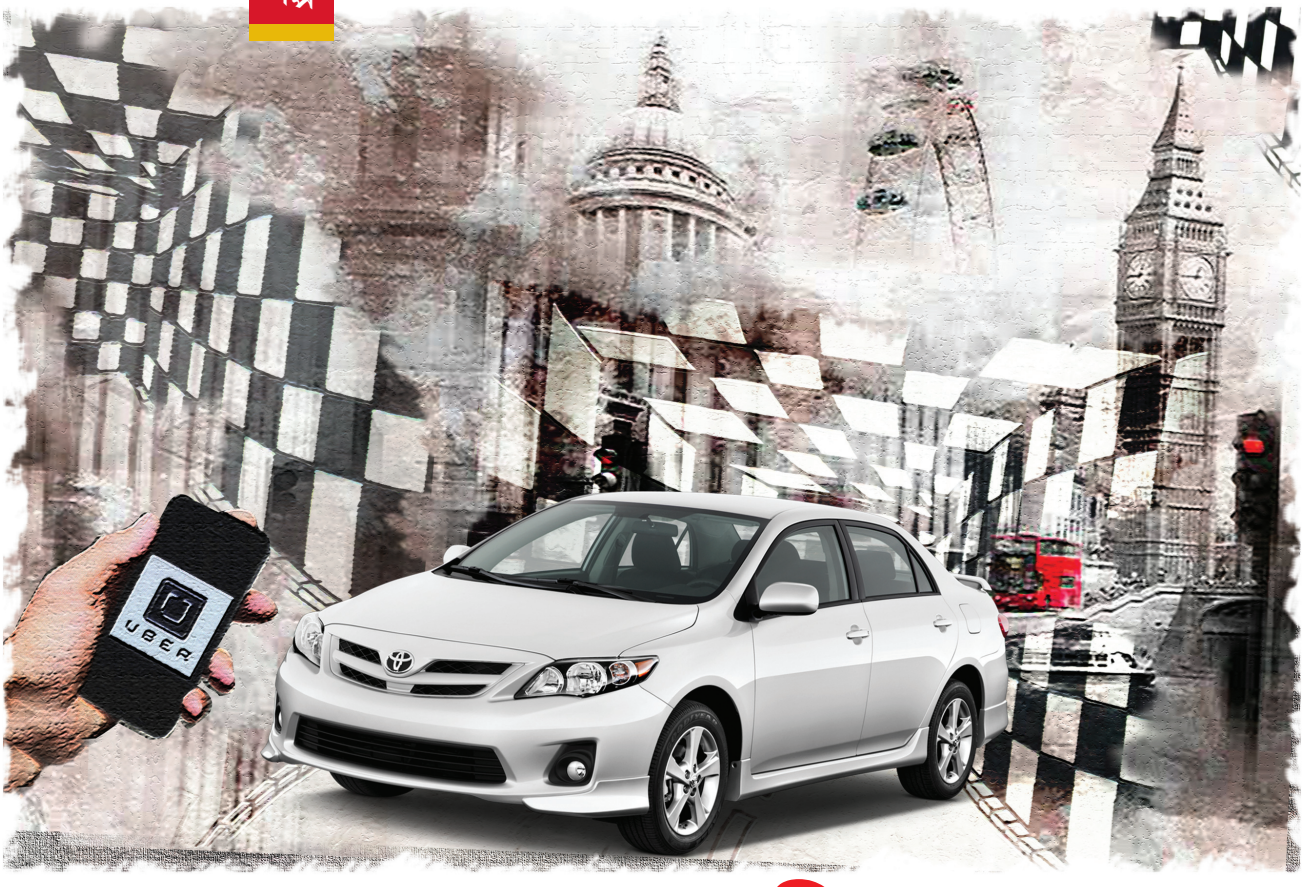

এক ও অসীম

আষিক খুদাবক্স

চার্জ ফুরিয়ে আসা মোবাইল স্ক্রিনে সন্ধ্যেরঙের আলো। আবছা একটি মানচিত্র দেখা যাচ্ছে, ছোট্ট একটি গাড়ি, সর্পিল গতিতে এগিয়ে আসছে গন্তব্যের দিকে। গাড়ির নম্বর 12INF। উবার চালকের নাম স্যাম। সত্যজিৎ রায়ের একটি গল্পে পড়েছিলাম, সাধন সেনের নামে সুর আছে; আমার নামে অঙ্ক রয়েছে। INF-টাকে ইনফিনিটি ভেবে ফেলি যদি, গাড়ির নম্বর দাঁড়ায় এক থেকে অসীম।

সেই 'এক থেকে অসীম' একটি দুধসাদা করোলা। ম্যাপ বলছে, এক মিনিট আগে বাঁক নিয়েছে আমার বিভাগের সামনের রাস্তায়। মাইনাস কুড়ি তাপমানের শীত এড়াতে বাইরে অপেক্ষা না করে, ইউনিভার্সিটি লাউঞ্জে বসেছিলাম এতক্ষণ। শুক্রবার চারটে ক্লাস থাকে। এক ঘণ্টার ক্লাস, মাঝে আধ ঘণ্টা করে বিরতি। চারটে ক্লাসে ছাত্র ঠ্যাঙানোর পর মাথা এত রকমের অঙ্কের ধাক্কায় বোঁ বোঁ করতে থাকে, 12INF তো দূরঅস্ত, জাগতিক সমস্ত কিছুতেই আমি গাণিতিক সংকেত খুঁজে পাই। সারাদিনের ধকলে একটা অদ্ভুত ক্লান্তি জাঁকিয়ে বসেছিল। মনস্থির করলাম, গাড়িতে একটি জিরিয়ে নেব।

'ওকল্যান্ড যাবেন?' উচ্চারণে বুঝলাম স্যাম মধ্য-এশীয়, সম্ভবত ইরানের। 'তোমার গাড়িতে তো লেখা দেখছি এক থেকে অসীম'— বলে হালকা হাসলাম আমি, 'আমি অবশ্য অত দূর যাব না। ওকল্যান্ডেই নিয়ে চলো।'

ডাউনটাউনের ব্রিজ পেরিয়ে, পোলার ভর্টেক্সের বরফ কাটতে কাটতে ঢুকে পড়েছি ট্যানেলে। এবারের শীত নাকি বিগত শতকের নজিরবিহীন শীতকেও হার মানাবে। বরফের আস্তরে ধুধু সাদায় যেদিকে চোখ যায়, মনে হয়, মন্দ্রসপ্তকে একটি সা ছাড়া কিছু শুনতে পাওয়া যাবে না এই আদিগন্ত সাদা ক্যানভাসে। চোখ বন্ধ করে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, বরফ পড়লে শহর কেমন পরিচয়হীন হয়ে পড়ে, বরফ গলবার পর যদি দেখি আস্ত একটা নতুন শহর? সেখানে আমার পড়শির বাড়ির লাল দেওয়াল রং পাল্টে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে, আমার বাড়ির জায়গায় অন্য কারোর বাড়ি, বেল বাজালে অপরিচিত কেউ দরজা খুলে গম্ভীর মুখে বলবে— অসীমবাবু বলে এখানে কোনোদিন কেউ থাকতেন না, তাহলে কেমন হয়!

হঠাৎ খেয়াল হল, এই যে আমি এক থেকে ইনফিনিটি অব্দি গাড়ির নম্বরে দেখে ফেললাম, এটা কি নিছকই কল্পনা? নাকি স্যামও সেই ভেবেই...

'আচ্ছা, গাড়ির নম্বর অমন বাছলেন কেন?'

বরফের আস্তরে ধুধু সাদায় যেদিকে চোখ যায়, মনে হয়, মন্দ্রসপ্তকে একটি সা ছাড়া কিছু শুনতে পাওয়া যাবে না এই আদিগন্ত সাদা ক্যানভাসে। চোখ বন্ধ করে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম

'কেমন নম্বর?'

'এই যে, এক থেকে অসীম। সংখ্যা নিয়ে কারিকুরি করতে ভালোবাসেন বুঝি?'

'কারিকুরি কীসের?' এই নম্বর প্লেটটা বুক করতে কম পয়সা লাগছিল (আমেরিকায় ইচ্ছেমতন গাড়ির নম্বর বুক করা যায়, কলকাতায় থাকাকালীন এই

বিস্ময়ের সঙ্গে অবগত ছিলাম না), তা ছাড়া সবকিছুই তো আস্তে আস্তে বয়ে যাচ্ছে সংখ্যার মতন।'

'মানে?'

'এই ধরুন, যুদ্ধ হচ্ছে, সেই কবে থেকে। মারা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। যুদ্ধের অসারতা নিয়ে লেখা হচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ গান কবিতা। যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে তৈরি হচ্চে ডজন ডজন সিনেমা, ইতিহাস লেখা হচ্ছে, শাসক পাল্টে গেলে ইতিহাসকে নমনীয় হয়ে জায়গা করে দিতে হচ্ছে শাসকের কল্পনার, জাদুঘরে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে অস্ত্রের বিবর্তন। আবার চলে আসছে নতুন নতুন মানুষ— ফের যুদ্ধ হচ্ছে। আবার নতুন নতুন সিনেমা, নতুন ইতিহাস, নতুন অস্ত্র।'

স্যাম এখন ঠিক কোন যুদ্ধে রয়েছে অনুমান করার চেষ্টা করলাম, ইরাক নাকি ইরান?' গভীর পুরোনো ক্ষত নাকি টাটকা আঘাতের চুঁইয়ে পড়া রক্তের দাগ, কী জন্য স্যামের এই নির্লিপ্ত দর্শন? নাকি স্যাম এই দুটো দেশের কোনোটারই বাসিন্দা নয়, তৃতীয় কোনো দেশের মনখারাপের যুদ্ধে পিষে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, স্যাম তাদের কথা বলছে।

কৌতূহল নিরসনের সহজতম পন্থা সোজাসাপটা প্রশ্ন। স্যামকেই জিজ্ঞাসা করলাম— সে কি ইরানি, সুলেমানির হত্যার টাটকা খবরেই কি সে এতটা দার্শনিক হয়ে উঠেছে?

স্যাম হাসল— 'আমার কোনো দেশ নেই। যুদ্ধেরও কোনো নির্দিষ্ট দেশ থাকে না, আমার নির্লিপ্তিকে আমার কোন দেশ, সেই দেশের যুদ্ধকালীন অস্থিরতা কী, এসবের সঙ্গে মেলাতে যাবেন না। ধরে নিন, আপনার এক থেকে অসীমের মধ্যে আমি আপনার মতনই একটি অকিঞ্চিৎকর সংখ্যা। দুজনেই আস্তে আস্তে বয়ে যাচ্ছি।

স্যামের কথার রেশ ধরে জানতে চাইলাম— এই যে একটু আগে সে বলল, সব কিছু নাকি আস্তে আস্তে সংখ্যার মতন বয়ে যাচ্ছে— আমি অঙ্কের মানুষ, অন্ত্যমিলবিহীন ধোঁয়াশা ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হয় না। মানুষগুলো আলাদা হয়ে গেলেও, ঘুরপাক খেয়ে যদি সেই একই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ফিরে আসতে হয়, এক থেকে অসীমে বৃত্তীয় ব্যাপারটা কোথায়?

আমার কথা শুনে স্যাম হো হো করে দরাজদিল হাসির মাঝে বলল— 'আপনি পড়াশোনা জানা লোক, বৃত্তই হোক বা সরলরেখা, ঠিক মিলিয়ে দেবেন কোনোভাবে।

এটুকু বলে স্যাম হঠাৎ চুপ করে গেল। কথা না বলতে চাইলে, মানুষ এক আশ্চর্য ঘন, জমাট কালো নীরবতা তৈরি করতে পারে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নীরবতাকে একসঙ্গে শনাক্ত আর সৃষ্টি করতে চৌখস হয়ে ওঠে মানুষ। স্যাম চুপ করে যাওয়ার পর বুঝলাম, আমাদের ভাষা দিয়ে ভাব আদান-প্রদান হয়ে গিয়েছে। এবারে বাকি সময়টুকু আমরা নীরবতা দিয়ে আমাদের জায়গায় অনড় থাকব। কথা আর এগোবে না বুঝে গিয়ে আমি আবার সেই পূর্ববর্তী ঝিমোনোর প্ল্যানে ফিরে যাওয়ার তোড়জোর করছি, হঠাৎ গাড়ির সামনের বোর্ডে ড্রাইভারের নামটা দেখে চমকে উঠলাম— সামাদ ইবতেকার! স্যাম তাহলে সামাদের একটি তেলজলে মিশ খেতে চাওয়ার মনোবাসনার মার্কিন সংস্করণ!

'আপনার নাম সামাদ? কী অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত? কেন?'

'হাফিজের কবিতায় পড়েছি সামাদ মানে অসীম। আমার আর আপনার নামে তা হলে একই মানে, অদ্ভুত বলব না?'

'না। অদ্ভুত কোথায়? এর থেকে তো অনেক অনেক বেশি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যেকদিন ঘটে চলেছে।'

'কীরকম?'

'গত চল্লিশ মিনিট ধরে এই যে একই টানেলের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছি, সেটা লক্ষ্য করলেন না?'

চমকে উঠলাম। ঠিকই তো! এই বরফের দিনেও যেখানে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না, সেই টানেলে কী করে রয়েছি আমি চল্লিশ মিনিট? ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার। দূরে কোথাও ফোনের শব্দ।

তলিয়ে যাচ্ছি আমি...

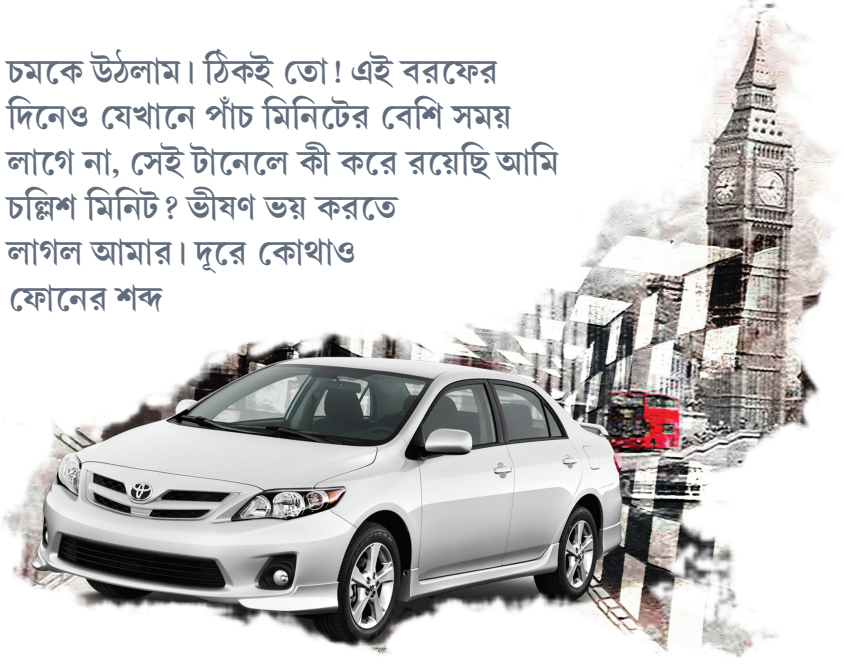

চমকে উঠলাম। ঠিকই তো! এই বরফের দিনেও যেখানে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগে না, সেই টানেলে কী করে রয়েছি আমি চল্লিশ মিনিট? ভীষণ ভয় করতে লাগল আমার। দূরে কোথাও ফোনের শব্দ

'আপনাকে কতক্ষণ ধরে ফোন করছি, গাড়ি কি লাগবে না আপনার?'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলাম। কী বিদঘুটে স্বপ্ন! ছেলেটিকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে ছি কী জানি। ইউনিভার্সিটি লাউঞ্জ থেকে চটপট বেরিয়ে আসতেই দেখি, চালকটি গাড়ির বাইরে উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়ে।

অ্যাসিম?

আমিই অ্যাসিম সেটা মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করতেই, হাসিখুশি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটি দরজা খুলে বলল— 'ব্যাড কোল্ড, ইনসাইড সিট্'। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে হয়রানি হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করতে, ছেলেটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বহুকষ্টে বোঝাল যে ওকল্যান্ডে আমার বাড়ির কাছেই থাকে সে। উবারে কীভাবে বাড়ি যাওয়ার সময়ে বাড়ির পথে সওয়ারি তুলতে হয়, সেটা এখনও তার রপ্ত হয়নি। আমিই আজ তার শেষ সওয়ারি। তাই আমাকে না নিয়ে অন্য কাউকে নিতে গেলে অযথা আরও বেশিক্ষণ ঘুরপাক খেতে হবে। তার থেকে বারকয়েক ফোন করে কুম্ভকর্ণকে জাগিয়ে তোলা সাশ্রয়ের।

ডাউনটাইনের ব্রিজ পেরিয়ে টানেলে ঢুকবার আগে শেষ ট্রাফিক লাইটটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি। সামনের গাড়িটির ব্রেকলাইটের নিচে জল জমাট বেঁধে ধারালো ছুরির মতন বরফ। এরকম স্ট্যালাকটাইটের মতন বরফ শেষ কবে দেখেছি মনে পড়ে না। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলছিল ছেলেটি— আমেরিকায় এটাই ওর প্রথম শীত, আর প্রথম বরফ দর্শন। আফ্রিকায় এ যাবৎকাল ভ্যাপসা গরম ছাড়া আর কোনও আবহাওয়ার সঙ্গেই সমঝোতা তৈরি হয়নি।

আলগা মন দিয়ে ছেলেটির কথা শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, ভয়ংকর কোনও স্বপ্ন এড়িয়ে, সত্যি সত্যি এবারে একটু জিরিয়ে নেওয়া যায় কি না। হঠাৎ গাড়ির সামনের বোর্ডে গাড়ি নম্বরটা দেখে চমকে উঠলাম— 12INF21।

ততক্ষণে টানেলে ঢুকে পড়েছে গাড়ি...

অলংকরণ- সুদীপ্ত দে

ডাঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে স্বপন দত্ত কর্তৃক ১, বিধান শিশু সরণি, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক: একরাম আলি। যোগাযোগ- ৯৩৩১০ ৪২৯৫৪ (মুখ্য কার্যালয়)। ই-মেল- naboprayas@gmail.com। ওয়েব সাইট- www.bsuprayas.com।

Published & Printed by **Swapan Dutta** on behalf of **Dr. B. C. Roy Memorial Committee** at 1, Bidhan Sishu Sarani, Kolkata-54 from **S P Communicaions Pvt. Ltd.** 31B, Raja Dinendra Street, Kolkata-9. Editor: **EKRAM ALI**. Mob: 93310 42954 (HO). Email: naboprayas@gmail.com. Website: www.bsuprayas.com.